প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

প্রকাশক :
দেবকুমার বসু
গ্রন্থজগৎ
১৯, পণ্ডিতিয়া টেরাস
কলিকাতা-২৯

মুদ্রাকর :
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস
৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট :
শ্যামাপদ ভাস্কর

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

—শ্রদ্ধাস্পদেষু

মায়া বসুর অন্যান্য বই :

চেনা-অচেনা

অগ্নি বলয়

সূর্যশিখা

কখন অন্য মনে

পতঙ্গের প্রেম

রাধা পদ্ম

অন্যঘর-অন্যঘর

সূচীপত্র

আলোকিত অন্ধকারে

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

কে আমাকে বলে দেবে নীলকণ্ঠ পাখির ঠিকানা ?
জীবন-মৃত্যুর মত আলো আর ছায়ার সংরাগে
অসীম শূন্যের বুকে ঢেউ তোলে যার দুটি ডানা।
পালকের রূপময় কারুকার্য তার—
বিচিত্র জ্যোতির দ্যুতি রাত্রির আকাশে আঁকা
ঝিকিমিকি সহস্র তারার !

দূর-দূরান্তরে কোন বনস্পতি শাখার ছায়ায়
ঝিঁঝির ঝাঁঝর বাজা অরণ্যের মোহিনী মায়ায়
—কখনো মরুর মত বৃক্ষহীন শুষ্ক বালুচরে,
কখনো সোনালী শস্য পরিপূর্ণ শ্যামল প্রান্তরে
কখনো নিষ্পত্র রিক্ত হিমানী ঋতুর
বক্ষ হতে উৎসারিত শুনেছি সে বিহঙ্গের গান
অসতর্ক অপ্রস্তুত স্পন্দমান আমার হৃদয়ে
ক্ষণিকের ছায়া ফেলে আবার সে চির ধাবমান !
সহসা ঝংকৃত সেই মায়াময় কাকলির সুর
আশাবরী রাগে বাজে অলৌকিক অপূর্ব মধুর !

কে আমাকে বলে দেবে কোথায় সে নীলকণ্ঠ পাখি ?
মরকত মণি সম ঝলকিত যার দুটি আঁখি।
সে কি রবে চিরদিন মুক্ত বাধাবন্ধহীন বহুদূর-দৃশ্যের আড়ালে ?
কখনোদেবে না ধরা অন্বেষণরত মোর
অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষার জালে ?
জনপদে রাজপথে লোকারণ্যে শহরে নগরে

নির্জন দ্বীপের মাঝে, পরিত্যক্ত বিধ্বস্ত বন্দরে
তরঙ্গ প্রপাত ভঙ্গে গিরিচূড়ে অগমে দুর্গমে
কত না খুঁজেছি আমি যাযাবর সেই বিহঙ্গমে!
ছলনার আবরণে আপনারে বহুরূপে ঢাকি
চিরদিনই দূরে রবে সে নির্মম নীলকণ্ঠ পাখি?

কে আমাকে জানাবে সে পাখির নিশানা?
মৃত্যুর মতন নীল জীবনের মত শুভ্র সুচিত্রিত যার দুটি ডানা।
যূথভ্রষ্ট অ-দ্বিতীয় হে আমার অরণ্য মরাল
তোমারে দেখিনি কত সহস্র বৎসর কত যুগ যুগান্তর
সংখ্যাহীন কোটি কল্পকাল;
কোথায় তোমার দেশ? সুমহান জ্যোতির জগৎ
সেখানে কি পৌঁছবার নেই কোন পাকদণ্ডি পথ?

জানি না কোথায় তার বাসা—
ধূলিধূসরিত এই ধরণীর ভঙ্গুর মাটিতে
হঠাৎ কখন যাওয়া আসা।
অথবা বাহিরে নয়, দৃশ্যাতীত আর এক পিঞ্জরে
সে রয়েছে আমারি এ চেতনার সুগভীর স্তরে?

মানসবিহারী তার অস্তিত্ব কি মোর মর্মমূলে
সুজটিল এ দেহের অরণ্যের লতাপত্রে ফুলে?
প্রতি রক্তকণিকায় সে কি আছে?
সে কি আছে শিরায় স্নায়ুতে?
সে কি আছে হৃৎস্পন্দনে? আছে মোর আত্মায় আয়ুতে?
তবে কেন বার বার খাঁচা ভেঙে উড়ে চলে যায়
নিঃস্ব রিক্ত সর্বস্বান্ত সে বিহঙ্গ আমারে কাঁদায়?

বিস্তৃত প্রান্তর জুড়ে ঘূর্ণি ঝড় করে হাহাকার
মধ্যাহ্নের তেজোবাহ দীপ্তদাহ তীব্র যন্ত্রণার

রূপোলী হ্রদের রেখা মরীচিকা—বন্ধ্যামাটি বারিবিন্দুহীন
হে বিবাগী পাখি বল, তোমার পাখার ছায়া
সেখানে কি পড়ে কোন দিন !

আকণ্ঠ তৃষ্ণায় জ্বলি, রৌদ্রে পুড়ি—ছায়া দাও—
জল দাও—আর কিছু গান
আনন্দদিশারী তুমি, তোমার সন্ধানে ব্যর্থ
আমি এক ক্লান্ত মুহ্যমান।
তামস তপস্যারত আমি এক তমস্বিনী রাত
হে অগ্নিবিহঙ্গ মোর তোমার পাখায় আনো
সমুজ্জ্বল আলোর প্রভাত।

সুধার আধার তুমি হে সুদূর নভোচারী
চিরঞ্জীব চিরন্তন পাখি
আমারে রেখ না দূরে তোমার সাম্রাজ্য হতে
নির্বাসিত বিচ্ছিন্ন একাকী।
তোমার দর্শন আর স্পর্শনের অমৃত আশায়
চির পিপাসার্ত মোর এ মৈত্রেয়ী মন
নীলকণ্ঠ পাখি তুমি নিগূঢ় সে আনন্দের
এক বিন্দু দাও আস্বাদন ॥

ভঙ্গুর

জল আর ঢেউ টলমল শুধু এক ভাঙ্গা নায়,
এই বুঝি ডোবে—থাকি তার পাহারায়।
ফুটো পাটাতন ভাঙ্গা হাল পাল ছিঁড়ে গেছে কোনদিন
মনে নেই কবে কোন্ ঝড়ে তার পরমায়ু হলক্ষীণ্
ডুবন্ত তরী ! তবুও কী মমতায় !
জল ছেঁচি আর থাকি তার পাহারায়।

সদা সতর্ক এই বুঝি আসে ঝড়,
একুল ওকুল দুকুল হারাব মিলবে না বন্দর !
পাংশুবরণ উত্তাল নদী আকাশটা থম্‌থমে,
মেঘের উপরে আরো কালো মেঘ জমে।
আচমকা এক দমকা হাওয়ায় ঝড়ের মাতন জাগে ;
ইশারায় ডাকে আবছায়া কার হাতছানি অনুরাগে !

উদ্দাম স্রোতে ভেসে যায় তরী ঝড়ে উড়ে যায় পাল,
ঘূর্ণিচক্রে কখনো বা বানচাল !
মাঝে মাঝে রাঙা বিদ্যুৎশিখা চমকায় অস্থির
মনে হয় যেন নেইকো কোথাও তটভূমি পৃথিবীর।
ফেনোচ্ছ্বসিত নীলাম্বুরাশি হেথায় ঘূর্ণিরিখে
উতল হাওয়ায় নেভায় বুঝিবা পথের প্রদীপটিকে।

চারদিকে দেখি ঢেউ উচ্ছল, জল আর শুধু জল,
পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দু, তরী মোর টলমল।

নীলোৎপল

বদ্ধ কুঁড়ির রুদ্ধ দুয়ারে বৃথাই পাখ না মেলে
হে মন ভ্রমর, অন্ধ ভ্রমর !
বল তো কি খুঁজে পেলে ?
খুঁজে পেলে কি সে নীলোৎপলের রক্তিম মঞ্জরী
অশ্রু কোরকে যে ফুল ফোটাল বেদনার বিভাবরী।

সে কুসুমকলি জান কি কোথায় আছে ?
কোন্ সরোবরে সে রসকমল নাচে ?

প্রাণদসত্তা প্রসন্ন নদী বয়ে যায় ধীরে ধীরে
অরূপ রতন সে পরম ধন ফোটায় বহতা নীরে।
সে ফুলের রং ক্ষণে ক্ষণে বদলায়
অনির্বচন সাতরং ঝলকায়

সকালের সোনা রোদে সে সবুজ—
অগ্নি দ্বিপ্রহরে
সন্ধ্যায় তার দলে উপদলে মৃত্যুর দ্যুতি ঝরে।

মাঝে মাঝে দেখি ধারাল তরল আগুন নদীর জল
তরঙ্গায়িত ঘূর্ণির স্রোতে দোলে সে নীলোৎপল।
বজ্রগভীর কালবৈশাখী আকাশ অন্ধকার।
—মেলে শতদল ফোটে সে কমল, জীবন যন্ত্রণার।

সেই দুর্লভ আছে সেইখানে আছে
সাত সমুদ্র উদ্দাম হয়ে তারই চারি ধারে নাচে।

নিঃশেষ হলে রাত্রির স্বাক্ষর
মোমের মতন গলে গলে পড়ে ভাস্বর বাতিঘর।
অবতামসীর কুয়াশার শেষে দীপ্ত গগন তলে
সূর্যের মত শত শিখা হয়ে সে হৃৎকমল জ্বলে।
চূর্ণ পরাগ বাসনা গন্ধ পিয়াসী মাতাল মন—
ভ্রমরের মত সে প্রাণপদ্ম ঘিরে করে গুঞ্জন।

বিপ্রলব্ধা

উদাসীন মনে ভাবনার পাখা মেলে,
হে অভিসারিকা! নীরব চরণে,
কোথা হতে তুমি এলে?
বিপ্রলব্ধা! এ গভীর রাতে কেন ভেঙ্গে দিলে ঘুম?
আকাশ পৃথিবী অঘোরে ঘুমায়! তারারাও নিঃঝুম!
এখনো চাঁদের কলঙ্করেখা হয়নি কো পাণ্ডুর;
ভোরের বাঁশীতে বাজেনি এখনো
ঘুম ভাঙ্গানিয়া সুর!
থমথমে রাত অতন্দ্র চোখে শূন্যের শয্যায়,
ভাষাহীন দুটি বোবা চোখ মেলে চায়।

হাজার তারার রজতজ্যোতি উজ্জ্বল অতুলন,
এখনো আসে নি তোমার আমার মিলনের শুভখন।
—বিপ্রলব্ধা! মোরা চির বঞ্চিত,
মিলনরাত্রি বিরহব্যথায় তাই হল অবসিত।
তাই রাতজাগা লগ্ন যে কাটে
কী ব্যাকুল কামনায়,
চির তৃষার্ত ট্যাণ্টালাসের অনন্ত পিপাসায়।
পূর্ণিমা রাত হোক যত মধুময়,
বিপ্রলব্ধা, এ রাত তোমার—এ রাত আমার নয়।
উদয়শিখরে আরক্ত আভা নব সূর্যের ক্ষণ,
করুক ঘোষণা তোমারি সে আগমন।
কঠিন জীবন মুখোমুখি হেথা
দুর্ব্বার সংগ্রাম,
—মনোবিলাসের নেই এতটুকু দাম।
প্রেম ভালবাসা? সে তো রাত্রির
স্বপ্নেই জেগে থাকে,
রূঢ় বাস্তব দিনের আলোকে কোথা খুঁজে পাবে তাকে?
বিপ্রলব্ধা! প্রখর রৌদ্রে সেই পথখানি চিনে,
মধুরাতে নয়—এসো সূর্যের দিনে।
বিষের বাষ্প-ছাওয়া সে আকাশে
নাই জীবনের স্বাদ।
জ্বলে পুড়ে নিভে ছাই হয়ে গেছে
নীল আকাশের চাঁদ!
বিপ্রলব্ধা! হোক আমাদের বিরহের অবসান,
আকাশ পৃথিবী চির কাছাকাছি, থাক যতো ব্যবধান।

সময় কে

সব তো দিয়েছি আমি ! এই দেহ, এই মন প্রাণ
পত্রে পুষ্পে সুশোভিত শ্যামলিম সাজানো বাগান।
কৃষ্ণকালো কেশরাশি, আরক্তিম এই ওষ্ঠাধর
যৌবন বেদনা রসে পরিপূর্ণ সমস্ত প্রহর।
দুই চোখ ভরে এনে দিছি দূর আকাশের নীল
উচ্ছলিত পানপাত্রে ফেনায়িত আমার নিখিল।
তিলে তিলে দিয়ে গেছি হাসি গান সব কথকতা
প্রত্যেক মুহূর্ত দিয়ে ভরেছি তো তোমারি শূন্যতা।
তবু তুমি তৃপ্ত নও ? আরো চাও ? আরো কত চাও ?
সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে কেন বল দুহাত বাড়াও ?
অতল শূন্যের মাঝে অন্তহীন গভীর গহ্বরে
আমারে ফেল না ছুঁড়ে পরিত্যক্ত বেনামী বন্দরে।
আত্মার অস্তিত্বটুকু একেবারে কোরো না নিঃশেষ,
হে নিষ্ঠুর আততায়ী ! একবিন্দু রাখো অবশেষ।
সেই এক বিন্দু দিয়ে তরঙ্গিত সিন্ধু হব আমি
ধাবমান তুমি যত—আমি হব আরো দ্রুতগামী।

কেন

কেন তাকে পেতে চাও ? হে আমার নিঃসঙ্গ হৃদয় !
অন্তরের অন্তঃস্থলে আজো সেই বাসনা অক্ষয় :
আকাঙ্ক্ষার দীপ্ত দীপ জেলে রাখে নিত্য অনির্বাণ।
মেঘে মেঘে ভেসে আসা দূরলগ্ন নক্ষত্রের গান।
কেন ফিরে যেতে চাও ?
মুছে যাওয়া সেই পথরেখা

কোথা লীন হয়ে গেছে—কিছুতেই যাবে না তো দেখা।
চিহ্নহীন শূন্য দিন কেটে যায় ক্লান্ত বোঝা বয়ে
তৃষ্ণাতুর জাগি একা প্রত্যাশার প্রতিশ্রুতি লয়ে
নির্ধূম সে অগ্নিশিখা পুড়ে পুড়ে কবে হল ছাই ;
আর কিছু বাকি আছে ?   নাই নাই—আর কিছু নাই।
এ পথের অন্ধকার চলে গেছে দূরান্তের পথে
নৈরাশ্যের নিশি-লগ্নে শূন্য হাতে চলি কোন মতে।
প্রগাঢ় সে অন্ধস্রোতে জীবন কাঁপিছে থরথরি
তারি এক বিন্দু নিয়ে তৃষ্ণার অঞ্জলিখানি ভরি ;
অন্তহীন সমুদ্রের অবিশ্রান্ত অশান্ত গর্জ্জনে
আকুল জিজ্ঞাসা শুধু জেগে রয় প্রাণের স্পন্দনে ;
কেন পাই নাকো তাকে ?
সময়ের নিস্তরঙ্গ নদী,
আড়াল করেছে যারে হৃদয়ের অতল অবধি ?

অন্বেষণ

রুদ্ধ আবেগে শুধাই তোমাকে নিদারুণ হতাশায়
বল তো জীবন !   বল তো কি দিলে তুমি ?
দগ্ধ মরুর তপ্ত ললাটে শান্ত শীতল ছায়া—
বল বল কেন রাখে নাকো বনভূমি ?
সবুজ ঘাসের একটু ইশারা দূরের গভীর বনে,
অন্ধকারের তিমিরবলয়ে আকাশের এক কোণে
নক্ষত্রের ক্ষীণ স্পন্দন, নিভে আসা ম্লান দ্যুতি,
অর্থবিহীন দিন যাপনের শিলীভূত অনুভূতি !
যতই ঝরুক অশ্রুর ধারা বেদনায় কাঁপে বুক !
চির নির্মম চির নিষ্ঠুর মৌন সে মহাকাল
নির্দয় হাতে ছড়ায় ছিটোয় সব কিছু সঞ্চয়—
জীবনের যতো জড়ো করা জঞ্জাল।

দুরন্ত ঝড়ে স্থির অবিচল সৃষ্টির দীপ জ্বলে,
ওঠে তরঙ্গ চির মুমূর্ষু এ প্রাণের কল্লোলে।
ঘিরে থাক যত পাথর প্রাচীর হিংস্র খাঁচার ফাঁদ ;
নভোচারী মনে চির জাগ্রত আকাশের আস্বাদ।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাজে জলতরঙ্গ এই ভাঙা বন্দরে,
আকাশগঙ্গা অলকানন্দা উদ্দাম বেগে বয়
অসমতালিক প্রান্তর পারে দুর্দম বেগবতী
তবু কেন এই হৃদয়ের ঘট চিরশূন্যই রয় ?
এক অজগর সর্পিল পথ কেবল সমুখে টানে,
নিয়ে যেতে চায়, কে জানে কোথায় অজানার সন্ধানে।
হোক তৃষ্ণার ভৃঙ্গারখানি শতেক ছিদ্র করা—
মহাসাগরের লোনা জল চির অমৃত বিষে ভরা !
অনাদি কালের অন্ধ জঠরে মুছে যাওয়া ছায়াটুকু
হাতড়িয়ে মরে ভীরু ইচ্ছার মন
খনিগর্ভের শিলাময় স্তরে কোথায় হীরক জ্যোতি
বন্ধ্যা জীবনে আলোকরশ্মি আনবে যে শিহরন !
দুঃসহ এই অন্বেষা নিয়ে কাটে দিন কাটে রাত
ক্ষতবিক্ষত বিরিক্ত মনে অশান্ত সংঘাত।
বিচিত্র গুহা জীবনগর্ভে সব হারায়েছি বুঝি—
মাথা কুটে তাই স্বাদু নরকের
পথ করি খোঁজাখুঁজি !

অরণ্যমরালকে—

গৃহকপোতী !

উতল সাগর মরু প্রান্তর পর্বতচূড়া থেকে,
অথবা মায়াবী প্রবাল দ্বীপের পান্নার রং মেখে
—হে সবুজ পাখি ! আকাশে ভাসায়ে
রামধনু রং নাও

গৃহকপোতীকে কেন ডাক দিয়ে যাও?
আমি তো তোমাকে ডাকিনিকো মোর
যন্ত্রণা নীল নভে।
তবু কেন বল বার বার দেখা হবে?
তবু কেন হায় না-বলা আমার ক্লান্তির বেদনাকে,
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও বার বার ডেকে ডেকে।

আমি বন্দিনী! শৃঙ্খল বাজে পায়,
চার দেয়ালের লোহার খাঁচায়—
এ হৃদয় মুরছায়
এখানে রিক্ত পত্র-পুষ্প-বিহীন শীতের শাখা—
ক্ষতবিক্ষত আমি ঝাপটাই পাখা।
রুদ্ধ আকাশ। বিষাক্ত হাওয়া—
এ কণ্ঠ চির মূক,
শুক্তি গর্ভে মুক্তাহৃদয় তবু চির উন্মুখ।
—এ ব্যথা চিরন্তন!
উদ্বেল মোর ভীরু সত্তার শূন্য সংবেদন।

দূরদিগন্ত স্বপ্নের ছায়া তোমার ও দুটি চোখে,
ডানা দুটি মেলা ঘন অরণ্য লোকে।
রক্তকান্তি অশোকে পলাশে আরক্ত বনতল
মধু বসন্ত সেথা চির উচ্ছল।
রসাল ফলের সুরভি সুবাস ভরা -
ফাল্গুনী হাওয়া ওখানে মাতাল করা।
জীবন তৃষ্ণা মিটায় স্বচ্ছ—
নির্ঝর ঝির ঝির;
হে সবুজ পাখি! তোমার ঠিকানা
সে নতুন পৃথিবীর।

দূরের যাত্রী ! মোর বেদনার নীড়ে,
জানি কোনদিন আসবে না তুমি ফিরে।
তোমার মানস সরোবর আর
নয় দূর—নয় দূর ;
আকাশের পথ পৃথিবীর মত
নয় এত বন্ধুর।
বন্ধনহীন সে পথের প্রেমে
ভীরু কপোতীর মন
চির চঞ্চল ! ব্যথাতুর ! উন্মন।
শুধু বলে যাও যাবার বেলায়—
"তোমার সুদূর নভে,
আমার মাটিতে সেতু বাঁধা হবে কবে ?"

মেঘমন

এক মুঠো মেঘ উড়ে এসেছিল কোন দূর দ্বীপ থেকে,
অচেনা ফুলের মৃদু সুগন্ধ মেখে।
পার হয়ে কত গিরি প্রান্তর কত ধূ ধূ ময় মরু—
কত বিশীর্ণ পত্রবিহীন তরু !
তোমার বুকের সাহারায় সেই ক্লান্ত মেঘের মায়া,
ক্ষণিকের তরে ফেলে গেল তার মৃদু মন্থর ছায়া।
বিরহ বিধুর উন্মন মন ভুলে,
সে মেঘের পানে চাও যদি চোখ তুলে,
জেনো ওই দুটি আঁখির মায়ায় পথ ভুলে অকারণ,
সহসা থমকি থেমেছে এ মেঘমন !

মধু বসন্ত ফুলের বাসরে বরণের মালা গাঁথে,
নির্জন নিশীথে প্রিয়ের প্রতীক্ষাতে।
আবেশ আতুর তুমিও পুলকে···উচ্ছল চঞ্চল,
হৃদি সরসীতে ফুটেছে প্রেমের রক্তিম শতদল।

পুষ্পিত বন শাখায় শাখায়
এলোমেলো হাওয়া দোলে,
প্রিয় মিলনের রাগিণীর সুর বেজে ওঠে হিন্দোলে।
সে সুরের রঙে রঙীণ পলাশ শিরীষ সলজ্জায়,
নব বসন্ত বাহারে প্রাণের গানখানি লিখে যায়!
তৃষ্ণায় ফাটা চৌচির মাঠ
চৈত্রের রোদ্দুরে
কার কালো ছায়া কাঁপে ও আকাশ জুড়ে?
বন্ধ্যা ধূসর মাটির ফাটলে এনেছে যে শিহরণ
বেদনার কালো ছায়া হয়ে দোলে—
সে আমারি মেঘমন!

উত্তরঙ্গ

কিছুতে পারিনা আর এ অবুঝ মনটাকে নিয়ে!
সীমাহীন তরঙ্গের এ উদ্দাম দুর্বার প্রবাহ—
থামাই কী দিয়ে?
আকাঙ্ক্ষার ফুলগুলি তারা হয়ে ফুটে ওঠে—
নিকষ আকাশে—
বাসনার সোনাঝরা রাতগুলি ঝরে ঝরে যায়—
উদাস বাতাসে!
সে হাওয়ায় কোন সুর সুমধুর বাজে বারে বারে?
বসন্ত পরজে আর কোমল গান্ধারে?
তারি তালে তাল দিয়ে কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত—
এ দুরন্ত উধাও সতত।
তুমিও ডেকো না তাকে! থামায়ো না তার সে গতিকে
—বাড়ায়োনা জীবনের বিরতির অলস যতিকে।
যদি পারো নিয়ে এসো প্রত্যাসন্ন ঝড়ের আবেগ,

মুছে নিতে মুহুর্মুহুঃ এ সত্তার সংশয়ের মেঘ !
পারো যদি ভেঙে দাও,—হৃদয়ের দুই উপকূল
আশ্লেষের বন্যা আনো, তীব্র বেগ তরঙ্গ বিপুল।
শূন্য বুক ভরে আনো বৈশাখের—
প্রজ্বলন্ত প্রেম প্রতিশ্রুতি।
আসন্ন বর্ষার মেঘে এ অন্তর—
হোক অশ্রুমতি।
সায়কের তীক্ষ্ণ ক্ষতে শতধারে নামুক বর্ষণ,
বন্ধুর মৃত্তিকা বক্ষে মৌসুমীর তীব্র আকর্ষণ।
অঙ্কুরের উদ্যত জিজ্ঞাসা
মূর্ত্ত হয়ে ভরে দিক ফসলের পরম প্রত্যাশা
শান্ত হোক্ বল্গাহীন তুরঙ্গের এ উদ্দাম গতি
উত্তরঙ্গ এ অন্তর অচপল—হোক স্থিরমতি।

ভাঙ্গা সাঁকোয় একা

গভীর নদী ; এপার ওপার একটি ভাঙ্গা সাঁকো,
মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আমি একা !
কতটা পথ যেতে হবে, কতটা পথ এলাম—
কুয়াশাতে অস্বচ্ছ সব যায় না কিছুই দেখা।

পায়ের তলায় অগাধ অতল ঘোলা জলের ঢেউ,
জীর্ণ সেতু ভাঙ্গল বুঝি উঠছে দুলে দুলে,
সাবধানে পা ফেলতে গিয়েও চমকে উঠি ভয়ে
নিরাপদে পৌঁছতে কি পারব অপর কূলে ?
শব্দবিহীন আকাশ ভরা হাওয়ার হাহাকার,
চিকুরহানা কালো মেঘের তীব্র ঘনঘটা,
নীচে—নদীর বাঁধন ভাঙ্গা অশান্ত কল্লোল,
ঝিকমিকানো তারারা কই ? চাঁদের আলোর ছটা ?

জীবন থেকে হারিয়ে গেছে আলোর প্রহরগুলি,
চারিদিকে আঁধার যেন নিশুত রাতের মত।
সন্ধ্যা সকাল বিকেল দুপুর, একেই একাকার—
কে আমাকে বলে দেবে এখন সময় কত?
কে দেবে যে আমার হাতে একটি চাঁপার কুঁড়ি,
কে শোনাবি দোয়েল চড়ুই বুলবুলিদের ডাক,
একটুখানি হাসি দিবি একটু চোখের জল,
মৌমাছিদের হৃদয় ভরা একখানি মৌচাক।

কে দিবি রে ভুলিয়ে আমায় ভাঙ্গা সাঁকোর স্মৃতি,
ভুলিয়ে দিবি মধ্যিখানে একা থাকার জ্বালা—
নতুন করে ভাসিয়ে দেব গহীন গাঙ্গের স্রোতে—
কে দিবি রে আমার হাতে একটি ফুলের মালা!

যে নদীর নাম নেই

কুয়াশার ঢেউ ঠেলে ঠেলে আসি
সাগরের মুখাবধি—
এখানেও নেই সেই সে নিদয়া নদী!

* * *

ঢেউ তুলে যায় শিখরচূড়ায় সুগভীর গুহাতলে
জীবন তৃষ্ণা মেটে না কখনো যে নদীর লোনা জলে
সে স্রোতস্বিনী চিরপ্রবাহিনী—
জানি নাকো তার নাম,
যুগে যুগে আর জনমে জনমে
কত তাকে খুঁজিলাম!

* * *

সে তটিনী কোথা?
জানে না ঠিকানা কেউ।
তারি তরঙ্গ তবু চিরদিন হৃদয়েতে তোলে ঢেউ।

সে মায়া হরিণী মিলায়ে রয়েছে
কোন্ অরণ্য মাঝে ?
তাকে না পাওয়ার তীক্ষ্ণ শায়ক
বিঁধেছে বুকের কাছে !
—কোন্ মৌসুমী মেঘে
সাগরের জলে ঝরায়েছে তারে
ধারা বর্ষণ বেগে ?

* * *

বিচিত্র পথে অদৃশ্য গতি
সে নদীর আনাগোনা।
কলস্বিনীর ধ্বনিতরঙ্গ মাঝে মাঝে যায় শোনা।
মাঝে মাঝে কাছে আসে, ঢেউ তুলে,
দূরে সরে যায় ফের।
সেই তটিনীর খেয়াল খুশির লাস্য দেখেছি ঢের।
মাঝে মাঝে দেখি নিশ্চল নিশ্চুপ—
তবুও কখন ডুবুরী এ মন
সে অতলে দিল ডুব !
যদি কোনদিন সময়ের ঘর
হতে চায় কেউ পার
হয়তো কখনো সন্ধান পাবে
সে স্বর্ণ ঝরনার।
ঝিনুকে ঝিনুকে মুক্তা বিন্দু
সেই সিন্ধুর জলে
মৃত্যু বৃন্তে জীবন পদ্ম
ফোটে শত শতদলে।
কোষে কোষে তার অমৃত ভরা রয় !
গ্রীষ্মে ও শীতে বর্ষা শরতে
ছয় ঋতু বাঙ্‌ময়।

* * *

নামহারা সেই রূপসাগরের মাঝে

উদাস মধুর অশ্রুত এক
বাঁশরীর সুর বাজে
রুদ্রাক্ষের জপের মালায় ঘুরে ঘুরে অবিরাম
সেই যমুনার পুলিনে পুলিনে
বাজে শ্রীমতীর নাম।
চাতকীর মত ফটিক জলের
আকণ্ঠ তৃষা নিয়ে
চির জনমের পিপাসা মিটাব
সে নদীতে ডুব দিয়ে।

বসন্ত বিলাপ

চৈত্র সন্ধ্যা। কেন বার বার
আমাকে জ্বালাও তুমি ?
চেয়ে দেখো দূরে প্রজ্বলন্ত
বসন্ত বনভূমি।
অশোক পলাশে শিমুলের বনতলে
রক্তবরণ রঙ্গনের শিখা
আগুনের মত জ্বলে।
কুঞ্জবিতানে নবকিশলয় বৃন্তের নির্যাসে
পুষ্পপ্লাবিনী বন্যার স্রোত
বাঁধ ভাঙে উল্লাসে !

গোধূলি গলিত স্বর্ণাভ সন্ধ্যায়
রতিবিরহের বিলাপে অতনু
নব তনু পেতে চায়।
নীল নভোপটে ইন্দ্রধনুর বর্ণালী আভা আঁকা—
প্রিয় অভিসারে রোমাঞ্চিত সে
চক্রবাকীর পাখা।

আসা আর যাওয়া দু'পথের ধারে ধারে
ছড়ায় প্রাণের ব্যথিত ব্যাকুল
যৌবন বেদনারে।

আতপদগ্ধ বৈশাখ আমি
এই মন মরুভূমি—
বল ঋতুরাজ শূন্য হৃদয়ে
কোন্ আশা দেবে তুমি!
বসন্তসখা! তোমার দু'চোখে সর্বনাশের ভাষা
তরঙ্গ তোলে সেই স্মৃতি সেই
ভুলে যাওয়া ভালবাসা।
সেই মন দেয়া মন কেড়ে নেয়া
মিলন মধুর ক্ষণে
লাখ লাখ যগ হিয়ে হিয়ে রাখা
ফাল্গুন ফুলবনে!
মঞ্জরী ভরা সেদিনের বনতল,
পার্থের প্রেমে চিত্রাঙ্গদা
চঞ্চল! উচ্ছল!

আমি শীতার্ত হিমানীসিক্ত
বিশীর্ণ ঘাসে ঘাসে—
বসন্তসখা! ডেকো না ডেকো না
এ দারুণ মধুমাসে—
নিঠুর সে প্রিয় চলে গেছে দূরে
আমি একা বিরহিণী—
রক্তে রক্তে বাজে আজো সেই
মধু স্মৃতি কিংকিণী!
মদির মত্ত দখিন হাওয়ায় জর জর এই তনু,

মদন অনলে জ্বালায়ো না তারে—
শোন হে পুষ্পধনু !
এ মিনতি করি, হায় সখা অকারণ
পঞ্চশরের তীক্ষ্ণ শায়কে
বিঁধ না এ দেহ মন !

কেন ডাকো

আবার ডাকলে কেন ? বৈশাখের তাপদগ্ধ ভরা
ছায়াহীন মধ্যদিনে ? বৃন্তচ্যুত শুষ্ক পত্র ঝরা
অশান্ত সময়ে ? ধূলিওড়া উত্তপ্ত হাওয়ার
সেতারে কী সুর বাজে ? যেন এক তীব্র যন্ত্রনার
তীর বেঁধা স্পর্শ খানি ছুঁয়ে যায় ব্যথাদীর্ণ মনে
প্রতীক্ষার ক্ষীণ দীপ নিভে আসা অন্ধ বাতায়নে।

আষাঢ়ের বারিঝরা মায়ারাতে মল্লারের সুর
কখন গিয়েছে থেমে। শরতের স্বপ্ন ভারাতুর
শেফালিও ঝরে গেছে ; হেমন্তের উদাসীন মন,
বৈরাগ্যের দীর্ঘশ্বাসে পৃথিবীকে করেছে উন্মন।

তারপর বসন্তের মুকুলিত মল্লিকার বনে
মঞ্জরির সমারোহ ; কৃষ্ণচূড়া শিরীষে রঙ্গনে
কী যে প্রাণ চঞ্চলতা ! কী আকুলতায়
বসন্তের মত্তবায়ু উদ্বেলিত অরণ্য শাখায়
দোলা দিয়ে চলে যায় ; তবু সে আমার নয়—নয়—
প্রত্যাশার দীর্ঘরাত জাগে একা নিঃসঙ্গ হৃদয়।
শুধু ভেসে আসে, কোথা নিখিল বিরহী বক্ষ জুড়ে
বসন্ত পঞ্চমে বাঁশী বেজে ওঠে বিলম্বিত সুরে !

আমি তো ছিলাম কাছে। বুকে ভরে সুতীব্র তৃষ্ণার

অনির্বাণ পিপাসিত জীবনের ব্যর্থ হাহাকার ;
আজ এই রৌদ্রখর দীপ্তোজ্জ্বল বৈশাখের দিনে
সান্ত্বনার মেঘস্পর্শ কেন রাখো এ মরু জীবনে ?

মরীচিকা হয়ে থাক আকাঙ্ক্ষার তীব্র যন্ত্রনাও—
তবু আমি সে তো নই, আজ তুমি যাকে ফিরে চাও !

উপকণ্ঠ

তার চেয়ে চল যাই আরো দূরে আরো বহু দূরে ;
হাতে হাত রেখে হাঁটি, তুমি আমি পাশাপাশি থেকে,
শহর ছাড়িয়ে আর জনতার ঢেউ কেটে কেটে,
নরম মাটির পরে দুজনার পদচিহ্ন রেখে।

জনারণ্য এ শহর মাঠঘাট ফুটপাথ ভরা,
উপচে পড়ছে যেন বান আসা নদীর মতন।
এখানে জীবন স্তব্ধ—নিঃস্ব যত নিশ্বাসের আয়ু
এখানে কোথায় পাবো একমুঠো নিঃশব্দ নির্জন ?

উত্তপ্ত হাওয়ার সুরে বাজে হেথা ক্লান্তির সানাই ;
বিবর্ণ আকাশ রিক্ত। বন্ধ্যা এই শহরের বুক,
ভালবাসা নেই, নেই হৃদয়ের উত্তাপ গভীর
জীবন সাহারা হেথা অনির্বাণ তৃষ্ণায় উৎসুক !

তার চেয়ে চল যাই ঝিঁ ঝিঁ ডাকা বিজন প্রান্তরে,
বুনো গন্ধভরা ঘাস ; কত ফুল এখানে ওখানে,
কত প্রজাপতি রং ঝিলমিল তারাদের ভিড়
কলস্বিনী নদীটির কল কল ব্যাকুল আহ্বানে !

এখানে একটু বসো !   আম জাম গাছের ছায়ায়,
রূপকথা ভরা দিন ফেলে যাওয়া তবু যেন চিনি,
অপরাজিতার নীলে পাণ্ডু রং গাছের পাতায়,
এক হয়ে মিশে যাক দুজনের প্রাণ নির্ঝরিণী।

অনুচ্চারিত

অনেক পেয়েছি তবু—অন্তত—অন্তত
আরো কিছু পেলে ভাল হত।

জোয়ার জলের স্রোতে আকস্মিক বন্যাবেগে
ভেসে ভেসে আসা
নির্জন দ্বীপের পর ভঙ্গুর ঢেউয়ের মত
ভেঙে পড়ে কত প্রেম কত ভালবাসা।
ভাটার নিষ্ঠুর টানে পলাতক প্রত্যহের সাথে—
হঠাৎ কখন তার অশরীরী আবির্ভাব
মিশে যায় অন্ধকার রাতে ও প্রভাতে।

…আবার উত্তাল এক ঢেউ ওঠে।
নিয়ে যায় সব কিছু হারিয়ে ভাসিয়ে
এ মগ্ন চেতনা তবু জেগে রয় জ্যোতির্ময়
কোনো এক সুদুর্লভ দুরাশাকে নিয়ে।

*   *   *

বীতনিদ্র অন্ধকারে সুনিবিড় গভীর আশ্লেষে
গহন গহ্বরে ঢাকা সেই দুরাশাকে আমি
টেনে আনি তিক্ত পরিহাসে।
রাত্রির দর্পণে তার প্রতিবিম্ব হেরি নিত্য—
নব নব দুঃখ রূপাত্মিকা

ধূসর মেঘের স্তরে সমাচ্ছন্ন অনুজ্জ্বল
বর্ণহীন ম্লান নীহারিকা।

*   *   *

সহসা কখন সেই উজ্জীবিত ক্ষীণ অগ্নিকণা
রক্তাক্ত বিক্ষত করে—নখদন্তে ছিন্নভিন্ন করে
জ্বালায় জ্বালায় দেহে অচিন্তিত অব্যক্ত যন্ত্রণা !
যত জ্বলি যত পুড়ি তীব্রতার উত্তপ্ত আগুনে
তত তার কাছে যাই অন্ধ মুগ্ধ উর্ণনাভ সম
দেহের জারক রসে অতি সূক্ষ্ম অতি অনুপম
অদৃশ্য সে তন্তুজাল নিরন্তর চলি বুনে বুনে।
চিরন্তন এই এক নির্ভুল নিয়মে—
সিক্ত হয় বালুচর ; মৌচাকের কোষে কোষে
বিন্দু বিন্দু মধুরস জমে।
উদ্দাম রক্তের স্রোতে মদমত্ত যত সব মৌমাছির দল
অগ্নিমুখ পতঙ্গের মত হয় বার বার বিভ্রান্ত চঞ্চল।

প্রজ্বলন্ত সেই শিখা আলেয়ার মায়ারূপ ধরে
মুগ্ধভ্রষ্ট পতঙ্গের সুনিবিড় যাচে আলিঙ্গন
স্তনাগ্রে কটিতে তার জ্বালাময়ী বাসনার দাহ
ওষ্ঠে তার হিম স্পর্শ—বিষনীল মৃত্যুর চুম্বন।

দুরন্ত তুরঙ্গ সম যত ছুটি তত চেয়ে দেখি
আরো আছে বহু দূর—
আরো পথ এখনো যে বাকি
সমাপ্তির রেখা টেনে সেই অন্ধ গতির আবেগ
কোন দিন থামাতে কি কেউ পারে নাকি ?

অকস্মাৎ লোষ্ট্রাঘাতে স্বচ্ছ হ্রদে জাগে ক্ষুব্ধ
তীব্র আলোড়ন

একদিন তাও জানি শান্ত হয়—মোছে না মোছে না শুধু
স্মরণের রুধির ক্ষরণ !

তার চেয়ে কুয়াশার অন্ধকারে ভরা থাকে থাক
হৃদয়ের আদিগন্ত সীমা
সেই দৃশ্য হীনতায় ঢাকা থাক চিরদিন
অচরিতার্থতা আর আকাঙ্ক্ষার অমল মহিমা।

অন্ধকারে একা

হঠাৎ জেগে অন্ধকার এ রাতে
অসময়ের অকাল বৃষ্টি পাতে
মনে আমার পড়ল তোমার কথা ;
কবে কখন এসেছিলে কাছে
সেই কথা কি আজো মনে আছে ?
দুই চোখে কি তেমনি জেগে আছে
হারানো সেই প্রেমের আকুলতা !

আকাশে মেঘ – অশ্রুবিহীন চোখে
নিষ্প্রদীপের শূন্য বিষাদ লোকে
অগ্নিস্রাবী বিদ্যুতেরই জ্বালা ;
দাঁড়িয়ে একা জীর্ণ সেতুর পরে,
ভাঙবে জানি একটু পায়ের ভরে
দলগুলি সব পড়ছে ঝরে ঝরে—
হাওয়ায় দোলে শুকনো ফুলের মালা ॥

অপ্রমেয়

দুহাতে ঢেকেছি মুখ। এইবার আনো অন্ধকার
চাঁদ যদি নাই থাকে দীপ জ্বালো অগণ্য তারার
অসীমিত সন্ধ্যাকাশে! গোধূলির অন্তিম স্বাক্ষর
তরঙ্গিত তমসায় লুপ্ত হোক বিশ্ব চরাচর।

ধানেশ্রীর সুর বাজে পূরবীর সায়াহ্ন সারং
বিষাদের মূর্চ্ছনায় ধরো তুমি টোড়ীতে বরং
বিরহের রাগিণীকে। তারপর নবীন আশায়
মূর্ত হোক আশাবরী সমুৎসুক দীপ্ত বাসনায়।

দুহাতে ঢেকেছি মুখ। দুই হাত ভরে তুমি আনো
অফুরন্ত ভালোবাসা; প্রজ্বলন্ত প্রদীপে রাঙানো
নিবিড় তমসাবৃতা নিশীথের আলোক বর্তিকা
শ্বেত শুভ্র সীমন্তের স্থির বদ্ধ বিদ্যুতের শিখা।

ব্যথাবিদ্ধ অন্তরের উচ্চারিত ধ্যানমন্ত্র স্তবে,
ভরে তোল চিত্ত মোর অপ্রমেয় প্রেমের গৌরবে।

স্মৃতির পালক

যদি কোনদিন তোমার মনের আকাশের আঙ্গিনায়,
যাযাবর মোর বনবিহঙ্গ ছায়াখানি ফেলে যায়
যদি কভু তার উড়ন্ত ডানা হতে
একটি পালক খসে পড়ে কোন মতে

তব বাতায়নে উড়ে আসে যদি দুরন্ত বায়ু বেগে
মনের আকাশ হবে কি উতল চঞ্চল কালো মেঘে ?
সহসা মনের ভুলে,
মুছে যাওয়া সেই স্মৃতির পালক নেবে নাকি বুকে তুলে ?
সাগর পারের দ্বীপপুঞ্জের খর্জুর বীথিকায়
নীড় বাঁধিবার আহ্বান শোনা যায়।
ছায়াঘেরা সেই দেবদারু আর পাইন বনের তলে
দূরের যাত্রী বলাকার দল রাজহংসেরা চলে।
মোর বিহঙ্গ ভোলে সে ঠিকানা কোথা উড়ে যেতে চায়
চঞ্চল পাখা তোমার মনের আকাশের ভাবনায়।
নব বসন্তে দক্ষিণ হাওয়া উত্তাল উদ্দাম—
এলোমেলো বায় কেবল ছড়ায় কার ভুলে যাওয়া নাম ?
তোমার কাননে ক্ষণকাল থামি যদি সে অচেনা পাখী
ভুলে যাওয়া সেই নামখানি ধরে যদি করে ডাকাডাকি,
সব কাজ ভুলে শুধু ক্ষণিকের তরে—
হৃদি বাতায়ন খুলে দেখো দেখি যদি তারে মনে পড়ে।
ঝড়ের হাওয়ায় নীড় ভাঙ্গা পাখি। আজ কোথা কতদূর
কার বিরহের বেদনায় তার হৃদয় ব্যথা বিধুর ?
কেন বার বার দূর হতে বহু দূরে
কত না সাগর মরু প্রান্তর পার হয়ে আসে উড়ে।
ক্ষণিকের তরে বসি বাতায়নে
একটি পালক ফেলে রেখে যায় সকরুণ গানে গানে।
জানি ভুলে যাবে পালকের স্মৃতি, নেই তার কোন দাম
তবুও তোমার মনের আকাশে মোর ছায়া রাখলাম।

এমন দুপুরে

ঘুম কেড়ে নে'য়া এমন দুপুরে মন কি চায় ?
অবচেতনার মানস আকাশে মেঘ ছড়ায়
সেই ছেঁড়া মেঘ এলো-মেলো হয়ে মন ঢাকে,
এমন দুপুরে মন কী যে চায় ! চায় কাকে ?

অ্যাসফল্টের ঘামে ভেজা-পথ মুর্চ্ছা হত—
এঁকে-বেঁকে জলে পুড়ে ধোঁকে যেন সাপের মত।
কেউ কোথা নেই এই পৃথিবীর সব নিঝুম
তপ্ত দুপুরে মুছে নিয়ে গেছে চোখের ঘুম।

কার্ণিশে দুটো কাক কা কা করে সারা দুপুর
হাওয়ায় বাজায় রুদ্র বাঁশায় দীপক সুর।
জল নেই— জ্বালা-ভরা দিন শুধু মন জ্বালায়
কী যে চায় মন ! কেন চঞ্চল ! কী ভাবনায় ?

বাইরে সূর্য মুঠে মুঠো খর রোদ ছড়ায়,
বিরহ বিধুর কপোতীর চোখে ঘুম জড়ায়
নির্জন নীল আকাশে কোথায় মেঘ মিছিল
ঊর্ধ্ব গগনে ডানা মেলে ওড়ে শঙ্খ চিল।

তৃষ্ণা কাতর চাতকী হৃদয় মেঘকে চায়—
মনের তৃষ্ণা জলে কি কখনো মেটানো যায় ?

যখন তখন কড়া নড়ে

বেশ তো ছিলাম বন্ধ ঘরে নিরিবিলি,
কখন সূর্য উঠল এবং ডুবল কখন
খোঁজ রাখিনি ; হঠাৎ এখন চমকে শুনি
খট্ খট্ খট্ কড়া নড়ে যখন তখন।

শক্ত হাতে খিল তুলেছি দরোজাতে
ভিতর বাহির জানলা দুটোও বন্ধ করে
রেখেছিলাম, তবুও তো যখন তখন
চমকে উঠি অচেনা কার কণ্ঠস্বরে ?

মাকড়সারা জাল পেতেছে ঘরের কোণে
চতুর্দিকে বইপত্তোর এলোমেলো
যত বারই ঝাড়ি মুছি- গোছাই···তবু
একটু পরেই কী করে হয়—অগোছালো।

বাইরে এখন আগুনে রোদ দ্বিপ্রহরের,
কিংবা ভোরের শিশির ঘন সবুজ ঘাসে,
কী করব—কোথায় যাব হঠাৎ যদি
হুড়মুড়িয়ে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি আসে ?

নদী এখন সে নদী নয়, পাহাড়গুলো
আমার চোখের সরোবরে মিলিয়ে গিয়ে
রূপ নিয়েছে নতুন কোন দৃশ্যাবলীর
এখন আমি কী যে করি তাদের নিয়ে ?

কপাটেতে খিল তুলেছি শক্ত হাতে
ভিতর বাহির দুই জানালা বন্ধ করে,
একলা ঘরে বসে আছি তবু কেন
খট্ খট্ খট্ যখন তখন কড়া নড়ে ?

আর একবার জ্বালো

বন্ধ করেছো বাতায়ন ? তবে বাতিটা নিবিয়ে দাও—
এইবার মুখোমুখী
পাতাল ঘরের লুকোনো কালিমা হোক না আকাশে জড়ো
তারাও দেবে না উঁকি
ঝড়ের দাপটে কেঁপেছে পৃথিবী কেঁপে ওঠে এ হৃদয়
উতল হাওয়ার হাত
কী কথা শোনাবে বার বার তাই রুদ্ধ দুয়ারে বৃথা
করে যায় করাঘাত।

অন্ধকারের দর্পণে দেখ ও কার প্রতিচ্ছায়া
অচেনার চেনা মুখ
রেখায় রেখায় জটিল আঁচড়ে কী যে এলোমেলো লেখা
ক্লান্ত নিরুৎসুক !
নির্জন দ্বীপের ঘুম ভাঙাল যে কাকলির কলরব,
কোথা সে সাগর পাখি ?
ছায়া সুনিবিড় মায়াবী রাত্রি রেখেছে বুঝিবা তার
পদচিহ্নটি ঢাকি !

মনোমানসের কামনাবৃন্তে উদ্ধত যে কোরক
আত্ম বঞ্চনার
প্রমত্ত বায়ু সেই কুঁড়িগুলি মন্থন করে তোলে
আবেগের ঝংকার।

কুলায় প্রয়াসী মন খোঁজে নীড় খোঁজে অরণ্যছায়া
নিভৃত মর্মর
ক্ষুদ্র পরিধি জীবন বৃত্ত- দুই এক হয়ে আসে
প্রাচীর ও প্রান্তর !

বন্ধ করেছো বাতায়ন ? তবে বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে
আর একবার জ্বালো—
ভীত প্রমূর্ত কম্পিত শিখা জীবনপ্রদীপে কাঁপে
তার নির্ধূম আলো।
অরোরা বরিয়ালিসের যে দ্যুতি মেরুসমুদ্রে জ্বলে
সে আলো তো আলেয়ার
চির উজ্জ্বল দিব্যজ্যোতি বাহিরে অপ্রকাশ
সে চির অন্ধকার !

জীবন তৃষ্ণা

বলগা বিহীন আমার হৃদয়ে দেখি,
উড়ন্ত কোন পাখীর পাখ্না বাঁধা—
উড়ে যেতে চায় সীমা হারানোর দেশে,
দূরে ফেলে রেখে সব হাসি সব কাঁদা।
দুই দিকে দেখি দোলে ফসলের ঢেউ,
মাঝখানে বয়, কি নাম সে নদীটির ?
বুনো রাজ হাঁস দলে দলে উড়ে যায়—
উতল হাওয়ায় পাখ্নারা অস্থির !

চলে যাযাবর মন বিহঙ্গ চলে —
মমতাবিহীন নীল আকাশের তলে !

হৃদয়ে আমার এক সমুদ্র জাগে,
কী যে ঢেউ তার! উদ্দাম চঞ্চল।
বাঁধ ভাঙ্গে আর ভেঙ্গে চলে দুইকূল
প্রাণ বন্যার তরঙ্গে টলমল!
মেঘের কলসে ভরি তৃষ্ণার ধারা,
ঢেউ তুলে যাই আকাশের আঙ্গিনায়
মরু সাহারার বন্ধ্যাবালুর চরে—
হারাই শ্যামল-সবুজের দুরাশায়!

এ প্রাণ বন্যা ভেঙ্গে চলে দুই তীর!
জীবন তৃষ্ণা চিরদিনই অস্থির।

নিঃসঙ্গ

তোমার টেবিলে ছড়ানো অনেক বই
সারা দিনরাত এলোমেলো পড়ে থাকে;
এটাকে সরাও—ওটা টেনে নাও কাছে
খুঁজে পেলে না তো মনের মতনটাকে?
তোমার জীবনে শুধু বই আর বই,
তবু তো হৃদয় রয়ে গেল শূন্যই!

তোমার ঘরের বাতায়নখানি খোলা
ভেসে আসে দূর দ্বীপপুঞ্জের হাওয়া—
মহাসাগরের অতলস্পর্শ দিয়ে,
ভোলায় তোমার সব চাওয়া সব পাওয়া!
—তবুও কাউকে মনে পড়ে যায় নাকি?
হৃদয়ে তোমার তার ছোঁয়া চাও নাকি?

তোমার দুয়ার চিরদিন আছে খোলা
কত অতিথির, পথিকের যাওয়া-আসা,
তবু সমুদ্র ঢেউ তোলে চারদিকে
নির্জন দ্বীপে একা বেঁধে আছ বাসা !
সঙ্গীবিহীন কাটালে সারাজীবন ;
খুঁজে পেলে নাকো মনের মতন মন ।

হে নিঃসঙ্গ একবার চোখ তোল
ঐ আকাশের—এই পৃথিবীর দিকে
দেখ কত তারা, আর জ্যোৎস্নার চাঁদ
রঙের প্রলেপ ছড়ায় দুর্নিরীখে ।
আকাশ-প্রদীপ শূন্যেই জেগে রয় !
তুমি আকাশের—পৃথিবীর,—কারও নয় !

যাযাবরী

এ মন ভ্রমরী চঞ্চল অনুখন,
খুঁজে খুঁজে মরে কোথা কোন দূরে মধু-পদ্মের বন !
সবুজ পাহাড়ে গেরুয়া মাটিতে ঝিরি ঝিরি ঝরনার—
মিলবে কি দেখা যাদুকরী সেই চম্পকবর্ণার ?
—সে চাঁপার কলি জীবনামৃতে ভরা ;
সে মধুর লাগি মন-ভ্রমরের তাই গুন গুন করা !

দূর আকাশের কান্নাকে ছুঁয়ে, আর এক সাগরের,
—অতলান্তিক ইশারাকে খুঁজে ফের ।
সে লীলা চপল অগাধ অতল অথই ঢেউএর তলে,
ডুবুরী মনের মণিমঞ্জুষা হাতড়ানো কুতূহলে ।
তৃষিত ফেরারী মনের আবার নতুন পরিক্রমা,
কোন্ শুক্তির বুকের গুহায় মুক্তাটি আছে জমা ?

এমন ভ্রমরী কোন্ পুলকে যে নাচে!
দূর অম্বরে গুরু গুরু কার মেঘডম্বর বাজে?
পাখায় পাখায় দ্রুত লহরায় নৃত্যোতে মাতোয়ালা,
শিখিপুচ্ছের উচ্ছ্বাস শেষে পালা-বদলের পালা।
আবার কখন যাযাবরী মন নতুন নেশায় মাতে,
ঘন অরণ্যে কস্তুরীমুখ গন্ধের মদিরাতে।
বাসনা-বিভোল উতল হৃদয় জানি না কী পেতে চায়,
মায়াসরোবরে মধুপদ্মের সন্ধানে ছুটে যায়।
এক দ্বীপ হতে খুঁজে খুঁজে ফেরে আরেক অচেনা দ্বীপে,
কণ্টকময় কোথা সে কমল ব্যথার অন্তরীপে!

বাঁধ ভাঙো হে নির্ঝর

হে নির্ঝর বাঁধ ভাঙো, হে নির্ঝর ভাঙো ভাঙো বাঁধ,
দুর্যোগের মহামন্ত্রে চিত্তে আনো পরম প্রমাদ।
উচ্ছ্বসিত প্রচণ্ড কৌতুকে—
করাঘাত কর তুমি অবরুদ্ধ অন্ধ গুহামুখে।
আনো আনো দূরান্তের আশ্চর্য সম্ভার
দুর্গম পর্বত শেষে প্রান্তরের অনন্ত বিস্তার।
দাহদীর্ণ পতঙ্গের প্রাণ
তৃষ্ণাতপ্ত বক্ষে তার এনে দাও সুধার সন্ধান!

থেকো না থেকো না উদাসীন
নিবিড় রহস্য নিয়ে যদি ছুটে আসে
সেই সোনার হরিণ
তোমার নিষ্ঠুর প্রেমে বিক্ষত এ হৃদয়ের মত,
সুতীক্ষ্ণ সায়কে তাকে কর তুমি কর শরাহত।

দক্ষিণ সাগর হতে আনো তুমি ঘন কৃষ্ণ মেঘ
পুঞ্জ পুঞ্জ বর্ষণের বিপুল আবেগ।
হে নির্ঝর! হে দুর্মদ গতি!
বিচিত্র তরঙ্গ ভঙ্গে চিত্ত মোর কর বেগবতী।
সে তরঙ্গে জাগাও জাগাও—
উত্তাল ঘূর্ণির স্রোতে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাও।
আমাকে হারাতে দাও তোমার উদ্দাম বন্যাস্রোতে
শান্ত গৃহকোণ হতে আদিগন্ত বিশাল জগতে।

মৃত্যুন্মুখ অঙ্কুরের আবার নতুন জন্ম হোক।
ফুটুক ফুটুক যত আকাঙ্ক্ষার নিভৃত কোরক।
দুরন্ত শোণিত মোর, এ দুর্বার প্রাণ চেতনায়
তোমার উধাও স্রোতে এক হয়ে মিশে যেতে চায়

দুস্তর অরণ্য ঘেরা গিরি-কন্দরের ব্যূহ থেকে—
তোমাকে এনেছি আমি ডেকে।
গণ্ডী ঘেরা এ-জীবন! হে নির্ঝর ভাঙো ভাঙো বাঁধ,
আমার হৃদয়ে আনো অপ্রমেয় সিন্ধুর আস্বাদ।

জীবিতেশ কে—

সেই আজব নগরে আমি একদিন গিয়েছিলেম জীবিতেশ
(কি করে ? কেমন করে ? নিজেই জানি না)
তখন রক্তাভ সূর্য্যাস্তের শিহরিত পীতাভ আলোক রশ্মি
আঁকা বাঁকা অক্ষরে আকাশের প্রচ্ছদ পটে
শেষ তুলির আঁচর বুলোচ্ছে।
যেন কার ভাগ্যলিপি !
(কে জানে জীবিতেশ, তোমার কি আমার ?)
চারদিকে ধূসর কুয়াশার জাল বিছানো
নিবিড় নিস্তব্ধতায় আবৃত বিশ্ব চরাচর
এক মহিমময় প্রশান্তিতে নিমজ্জিত।
জাগতিক সুখ দুঃখের বাইরে যেন সেই নিঃসঙ্গ নগরটা
যেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত—
অন্ধকার মহাসমুদ্রে ঘুমিয়ে আছে অচেতন হয়ে।

সহসা কে যেন অদৃশ্য থেকে একটা দর্পণ
আমার বিহ্বল দু চোখের সামনে তুলে ধরল !
আমি দেখতে পেলাম—
এক অনির্বচনীয় রজতবর্ণ ধ্যান গম্ভীর বিশাল মিনার।
স্তব্ধ উচ্চকিত হয়ে তার সুউচ্চ চূড়োটা
মিলিয়ে গেছে নিঃসীম মহাশূন্যের সীমান্ত দেশে।
সেই বিরাট স্তম্ভগাত্রে কত না রেখা চিত্র !
আজিলীয় পাথরের বুকে খোদাই করা নিওলিথিক যুগের
শিলালিপির মত রহস্যময়।

সেই অস্পষ্ট দুর্বোধ্য অক্ষরে আঁকা ছবিগুলো
অকস্মাৎ মৃতের নিশ্চলতা ত্যাগ করে জীবিতের ভূমিকা গ্রহণ করল।
গুহা গাত্রে, মিনারে ক্ষোদিত সেইসব জীবজন্তু সহর বন্দর
কত গ্রাম কত নগর—নদীগিরিমালা পর্বত প্রান্তর
অধিত্যকা উপত্যকা চড়াই উৎরাই—
কত অভূতপূর্ব দৃশ্যাবলী জীবন্ত হয়ে উঠল
আমার দুচোখের সম্মুখের সেই মায়াদর্পণে।
কত নরনারী, শিশু বালক যুবক বৃদ্ধ
কত না তাদের বিচিত্র অভিব্যক্তি।
হিংসায় বিকৃত, সন্দেহে সংশয়ে অবিশ্বাসে কুটিল, অসুখী
প্রতিহিংসায় প্রজ্বলন্ত।
কামনা বাসনায় অশান্ত উত্তেজিত।
মানুষের হৃদয়ের মানবিক কোমল বৃত্তিগুলির কোন চিহ্নই
সেই মুখমণ্ডলীর কোন রেখাতেই রেখায়িত হয়নি।
ধাপে ধাপে সেই মিনারের চূড়ায় উঠছে সেই মানুষগুলি।
ঠেলাঠেলি—হুড়োহুড়ি করে উঠছে তো উঠছেই।
যেন একটা চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা চলছে ওদের মধ্যে
কে সবচেয়ে আগে স্তম্ভ শিখর দেশে পৌঁছতে পারবে।

হঠাৎ কোথায় কোন দূরে ঘণ্টা বাজল ঢং ঢং ঢং ঢং—
প্রচণ্ড ভূমিকম্পের দোলায় দুলে উঠল আকাশছোঁয়া মিনারটা।
পূর্ণ পাত্রে ফেনায়িত বুদ্‌বুদের মত—
সেই মুকুরে উপচে পড়ল মিনারটা তার সমস্ত রেখাচিত্র দৃশ্যাদি
আর মানুষগুলো নিয়ে।
সভয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম সেই ধ্বংস দৃশ্য দেখে—
প্রাণপণে দুচোখ বন্ধ করে আমি ছুটতে লাগলাম
দিক্‌বিদিক জ্ঞানহারা এক অন্ধের মত।
কোথায়? নিজেই জানি না!

তারপর ?
তারপর হারিয়ে ফেললাম সেই আজব নগরটাকে—
হারিয়ে ফেললাম সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের দ্বীপটাকে।
আর সেই ভগ্ন ধ্বসে পড়া মিনারটাকে। ফসিলগুলোকে।
আর—বুঝি নিজেকেও।
উড়ে যাওয়া পাখির দল নীড়ে ফিরে এলো
বয়ে যাওয়া নদী সাগরে
আমি কেন তোমার সেই পুরোণো চেনা ঘরে—
এখনো ফিরতে পারলাম না জীবিতেশ ?

সেই জাহাজটার জন্যে

"I am waiting for the ship thatwill never come back."
সেই অদ্ভুত ধূসর পিঙ্গল উজ্জ্বল বিচ্ছিন্ন বেনামী দ্বীপটায়
যখন আমাদের দিগ্‌ভ্রান্ত জাহাজটা নোঙর করেছিল,
তখন সূর্য ঠিক মাথার ওপর !
খাপখোলা শাণিত তলোয়ারের মত ঝকঝক করছিল
সৌরকরোজ্জ্বল প্রখর দিনটা
যত সব জাহাজীরা, লোকলস্কর মাঝিমাল্লা
আর আমরা যাত্রীরা
যারা দিনের পর দিন একটানা প্রপেলারের গর্জনে
বিরক্ত বোধ করছিলাম,
জল-ভ্রমণের একঘেয়েমিতে ক্লান্ত অবসন্ন ও
বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিলাম
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে

লবণাক্ত সুনীল সমুদ্রের দোলানি থেকে—
হুড়মুড়িয়ে নেমে এসেছিলাম
উত্তপ্ত রৌদ্রপ্লাবিত বালুকাময় বেলাভূমির বুকে।

পবন-প্রহত ঘনাকীর্ণ শাখাকাণ্ড পত্রপুষ্পপল্লবসম্ভারে আবৃত
দীর্ঘ ঋজু বৃক্ষবীথি পরিপূর্ণ জনমানবহীন সেই ভূখণ্ডটাকে
কী নিরানন্দ—কী নিঃশব্দ—কী নির্লিপ্তই না মনে হচ্ছিল!
একটা উড়ন্ত ডানার সিন্ধুপাখি—
অথবা বালিহাঁস—অথবা চক্রবাক—
ক্ষিপ্রগতি চিত্রবিচিত্রিত হরিণের দল
অথবা অন্য কোন পশুপাখি জীবজন্তু
এমন কি কোন তুচ্ছ ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গের চিহ্নও সেখানে ছিল না।
বিস্মিত ভীত আমরা যাত্রীরা
সিরসির ঝাউবন ঘেরা, কণ্টকময় লতাগুল্ম পরিপূর্ণ
উপল প্রস্তরাকীর্ণ সেই গা-ছমছম-করা দ্বীপের মধ্যে
দল বেঁধে ছড়িয়ে পড়লাম।
কেউ-বা খাদ্য ও পানীয়ের খোঁজে এগিয়ে গেল।
সুরসাল ফলমূলেব সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে উঠল কেউ-বা।
কেউ-বা বিশাল দর্পণের মত স্বচ্ছ সমুদ্রের বুকেই
ঝাঁপিয়ে পড়ে মত্ত হল স্নানলীলায়।
জনকতক বুদ্ধিমান যাত্রী ফিরে চলে গেল
নোঙর-করা জাহাজের মধ্যেই।

আর আমি?
দলচ্যুত সঙ্গিহীন আমাকে এক দুর্বার অপ্রতিরোধ্য অসীম কৌতূহল
তাড়িয়ে নিয়ে চলল সেই ভুতুড়ে দ্বীপটার অভ্যন্তর ভাগের
এক প্রাচীনতম অরণ্যের দিকে।

সেখানে মধ্যাহ্ন-সূর্যের জ্বালাময় উত্তাপমুক্ত ছায়াচ্ছন্ন বনান্তরালের
সুদীর্ঘ বৃক্ষবীথির শীতল অবগাঢ়তার মধ্যে
আমি নিমজ্জিত হয়ে রইলাম ; মন্ত্রমুগ্ধ আচ্ছন্নচেতনের মত—
কে জানে কতক্ষণ !

যখন আমার চেতনা জাগ্রত হল—
তখন সূর্য অস্তগত।
আকাশ থেকে সবটুকু রোদ সবটুকু আলো মুছে গিয়ে
ভুষো কালির মত মুঠো মুঠো অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।
সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি শান্ত স্তব্ধ।
অনাহত চরাচর সমাধিমগ্ন।
কোন সাড়াশব্দ নেই—কেউ কোথাও নেই।
আমি একা ! আমি একা ! আমি একা !
এক ভয়ঙ্কর কঠিন পাথর-চাপা নৈঃশব্দের সমুদ্রের মধ্যে
কে যেন আমাকে চেপে ধরে ডুবিয়ে রেখেছে !
এই জনমানবহীন নির্জন দ্বীপে
আমাকে একা ফেলে রেখে যাত্রীবোঝাই জাহাজটা কখন
চলে গেছে
ভীত আতঙ্কিত বিভ্রান্ত আমি—
উন্মত্তের মত ছুটে গেলাম সাগর-সৈকতের দিকে।
দু হাত তুলে চিৎকার করতে লাগলাম—
"কে কোথায় আছো সাড়া দাও—জাহাজের মুখ ঘোরাও—
আমাকে তুলে নিয়ে যাও এই মৃত্যুপুরী থেকে।"

কেউ সাড়া দিল না।
আমার হতাশাময় নিরালম্ব আর্তকরুণ কণ্ঠস্বর—
সেই দ্বীপের মহাশূন্যতার নির্জনতায় প্রতিধ্বনিত হয়ে—
ফিরে এল আমারি কাছে।

বালি-পাথর কাঁকর ভরা সমুদ্র-কূলে
বার বার আছড়ে-পড়া এক ক্লান্ত তরঙ্গের মত
আত্মার আশ্রয়চ্যুত এক নিষ্প্রাণ শবদেহের মত
বিস্মৃতির আস্তরণে ঢাকা এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের দ্বিতীয় শরীরের মত,
আজো আমি নিঃসঙ্গ।
আজো আমি অপেক্ষা করে আছি সেই জাহাজটার জন্যে—
যে জাহাজটা—
নির্বাসিত পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ আমাকে তুলে নেবার জন্যে
এই নামহীন ঠিকানাহীন দিক্ দিশাহীন
ঘন অরণ্য-আবৃত নির্জন বেনামী দ্বীপটায়
কোনদিনও ফিরে আসবে না।

তুমি আর আমি

জীবন কখনো দেখিনি দুচোখে, তবু জানি বেঁচে আছি
মৃত্যুকে করি ভয় ;
বন্ধ দেওয়ালে মাথা কুটে মরি, কুরে কুরে খায় বুক
নিদারুণ সংশয়।

এখানে আকাশ নেই তবু দেখি মেঘের যন্ত্রণাকে—
কী যে কালো ছায়া ভাসে,
অন্ধকারের অতল গভীরে কোথা তুমি কোথা আমি ?
কেউ নেই কারো পাশে !

ধূসর হতাশা কুয়াশার মতো ঘিরে আছে চারিদিক,
পূর্ণিমা চাঁদ ফিকে ;

মৃত সূর্যের সমাধির পর অমাবস্যার রাতে
বৃথা আলো জোনাকিকে !

ঘোলাটে দু'চোখে ক্ষুধিত পিপাসা ম্লান আত্মার শিখা—
তবুওতো বেঁচে আছি—
উর্ণনাভের জটিল জালের হিংস্র নিষ্পেষণে
আধমরা মৌমাছি।

জীবন-দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত সীমিত পদক্ষেপ
ধুঁকে ধুঁকে পথ চলা ;
তুমি আর আমি স্তব্ধ দু'জনে, শেষ হয়ে গেছে বুঝি
সব কিছু কথা বলা।

তোমার দু'চোখে ঘৃণা সন্দেহ, মুছে গেছে ভালোবাসা
আমার হৃদয় বিষ—
তপ্ত মরুর বালুর পাহাড় শুধু আছে মরীচিকা
মিলবে না ওয়েসিস্।

তুমি আর আমি সুমেরু কুমেরু দুই জনে দুই দিক—
তবুও পরস্পর
বুকের রক্তে মৃত পৃথিবীর বুক ভরে রেখে যাই
ফসলের স্বাক্ষর।

শেষ গাড়িটাও

কখন থেকে ইষ্টিশানে দাঁড়িয়ে আছি একা
কেটে গেছে অনেক প্রহর কাটল অনেক বেলা
কেউবা ওঠে, কেউবা নামে, আসা যাওয়ার ভিড়ে
প্লাটফরমে এমনতর হাজার লোকের মেলা।

কত গাড়ি এলো গেল, থামল কি থামল না
কত মানুষ ফিরল ঘরে অনেক দিনের পরে
বাঁশী বাজল আলো জ্বলল, লাল বাতি নীল হল
যাবার যারা বিদায় নিয়ে গেল দেশান্তরে;

ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে ছুটোছুটির পালা
ওঠা-নামার চঞ্চলতায় বিষম তাড়াতাড়ি
পায়ের তলায় কাঁপতে থাকে ওভারব্রিজের সিঁড়ি
এপার ওপার পারাপারের ওইতো ঘাটোয়ারী!

ছেড়ে যাওয়ার কান্না কোথাও, ফিরে পাওয়ার হাসি,
দৃশ্যপটে রং বেরংয়ের কতই না লেন দেন
কিছুক্ষণের জন্যে কত নাটক অভিনীত
হঠাৎ পড়ে যবনিকা ছাড়লে পর এই ট্রেন!

প্রবাস থেকে ফিরে এলো দূরের মানুষ যারা
ইষ্টিশানে নামল সবাই তুমিই শুধু বাকী,
কখন থেকে প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আমি একা
আর কতকাল তোমার আসার আশায় বসে থাকি?

এখন আমার চতুর্দিকে স্তব্ধ নীরবতা
অন্ধকারে নিমজ্জিত কৃষ্ণচূড়ার শাখা
সাত সমুদ্দুর তেরো নদী অরণ্য প্রান্তর
প্রতিচ্ছায়া বিহীন গাঢ় রাতের ছায়ায় ঢাকা।

ছায়ায় ঢাকা ফেরার পথ, দূরের উপত্যকা
দুটি দিকে শুধুই দুটি সমান্তরাল রেখা
কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, চেনা পৃথিবীটা,
সূর্য নেভা তমসাতে যায় না কিছুই দেখা!

বলেছিলে আসবে ফিরে, কই এলেনা আর?
জটিলতার অচেনা রাত পার হব কী করে
দাঁড় করিয়ে রেখে আমায় শূন্য ইস্টিশানে
শেষ গাড়িটাও মিলিয়ে গেল সুদূর দেশান্তরে।

তমসায় নিমজ্জিত

পারিনা পারিনা আর অবসন্ন ক্লান্ত দুটি হাতে
পুঞ্জীভূত যন্ত্রনার বঞ্চনার আঁধার সরাতে।
বার বার ভোর হয়, বার বার ঘুম থেকে জেগে
দূরের আকাশ দেখি ছেয়ে আছে অনিশ্চিত মেঘে
কোথায় সে স্বর্ণ প্রভা?
কোথায় সে সুমসৃন সমুজ্জ্বল দিন?
রৌদ্রলোভী এই মন হাওয়ার পাখায় ভর করে
সে মলিনে হয়েছে বিলীন!

দুহাতে কুড়িয়ে নিয়ে কণা কণা সযত্ন উত্তাপ—
সাজানো বাগানে এক ফুটেছিল আনন্দিত
আকাঙ্ক্ষিত আরক্ত গোলাপ—
গুচ্ছ গুচ্ছ গুলমোরের ঝরে যাওয়া মৃত্যু মহোৎসবে
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস বলেছিল, কী হবে কী হবে?
—বলেছিল বিষন্ন প্রলাপে—
কী হবে ও আরক্ত গোলাপে?

পারিনা পারিনা কেন এই দুটি হাতে—
নির্দয় নিদাঘ দিনে ক্ষমাহীন বৃষ্টিরে ঝরাতে?
অবিরাম ধাবমান নিম্নগতি ক্ষীণ জলধারা
জোয়ারের শব্দ তুলে কোন দূর বনান্তের
অন্তরালে হল দিশাহারা।
পথে পথে ছড়াল ছলনা—
শেষ বিন্দু টুকু তার শুষে নিল সাহারার
পিপাসার্ত তপ্ত বালুকনা।

পারিনা পারিনা কেন নিজেরে বাঁচাতে?
রোমাঞ্চিত উদ্বেলিত ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অগ্ন্যুৎপাতী, রাতে?
রুদ্র কাল বৈশাখীর খরশান ঝড়ে—
বিদ্যুৎ সঞ্চারী চক্রী প্রবঞ্চক প্রমত্ত প্রহরে—
—কেন কেন নিজেকে হারাই?
কক্ষচ্যুত উল্কা সম ছিন্নমূল উড়ে যেতে চাই?

তমসায় নিমজ্জিত মগ্ন চেতনায়—
বিষাদ ধূসর কার প্রেতচ্ছায়া বার বার—
হৃদয়ের রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করে ফিরে যায়?

যদি খুলে দিই তারে—
অর্গলিত নিরুদ্ধ কপাট—
দিগন্ত বিসারী দূর তমিস্র প্রান্তরে চেয়ে দেখি
তুমি আছো আলোর সম্রাট !

তখনো পারিনা কেন দুহাতে জড়াতে—
শেষ প্রণিপাত দিয়ে সুপ্রসন্ন
সেই পদপাতে ?

"অমাবস্যা"র কবিকে

বহুদিন পর দেখা হল যবে, কয়েছিলে মৃদুভাষে ;
'কোথায় তোমারে দেখেছি বল তো ? কিছুতে না মনে আসে ?'
আমি বলেছিনু ; 'মনে নেই ? খুলে রেখেছিলে বাতায়ন ?
তৃতীয়ের তরে ছিল তব চোখে দ্বিতীয় নিমন্ত্রণ ?
আজ ভুলে গেছ মনে রেখেছিলে যারে তুমি একদিন
স্মৃতিপিঞ্জর খুলি সেই পাখি কোন্ নভে অবলীন ?'

গোলাপের মালা বক্ষে ভুলেছ কেয়ার কাঁটার ক্ষত
ক্ষণতরে তারে মনে রাখ নাই যে তারা অন্তগত।
যে তৃণ পায়নি প্রাণ—
তব নবান্ন উৎসবে তারে দাওনিকো সম্মান !
অথচ শুনেছ প্রখর দীপ্ত দুপুর রোদের পিছে—
প্রতিবেশিনীর নিবানো দীপের বেদনা নিঃশ্বসিছে !
মনে পড়ে নাকি এত বড় এ নিখিলে,
কত মমতায় একদিন মোর নাম ধরে ডেকেছিলে ?

যশোকীর্তির শিখরচূড়াতে আজ গিয়ে বহু দূরে
ভুলে গেছ তুমি নামহারা সেই অখ্যাত বন্ধুরে !
নিকটের চেয়ে দূর যে অধিক, তাই বুঝি কবে থেকে
ঘন কুয়াশার রহস্য দিয়ে নিজেরে রেখেছ ঢেকে !

আজি এ শ্রাবণে তোমার দুয়ারে করিলাম করাঘাত
আবার কি চিনে নেবে না আমারে ?   বাড়াবে না দুটি হাত ?
যা কিছু কয়েছ মৃদু গুঞ্জনে, সকলি কি মিছে কথা
শুধু কি জীবন ভরিয়া রহিবে বিস্তৃত স্তব্ধতা ?
সকলি কি মায়া ?   সবি অবিনশ্বর ?
সব তমসার আঁধার সরায়ে দাও তারি উত্তর ।

অচিন্তনীয় তুমি অচিন্ত্য !   চির জ্যোৎস্নার কবি
চেয়ে দেখ মোর কবিতার মাঝে তোমারি প্রতিচ্ছবি ।
ছন্দে তোমারে বন্দি করেছি দিয়েছি অমর কায়া
আখরে আখরে এঁকেছি তোমারি 'অমাবস্যা'র ছায়া ।

আবার কখনো দেখা যদি হয়, নয়ন করিয়া গাঢ়
মুখপানে চেয়ে শুধাই তোমাকে. 'মোরে কি চিনিতে পারো ?
বিস্ময়ভরে বলিবে কি ফের, 'কোথা হতে তুমি এলে ?'
উত্তর দেব, 'আবার এসেছি যমুনার ঢেউ ঠেলে ।'

কফি হাউসে—

ধূমায়িত এক কফির পাত্র টেবিলের পর রাখি
চুপচাপ বসে থাকি ।
বসে থাকি আর শুনি—
রঙে রসে গড়া মধু বিষে ভরা জীবনের ফাল্গুনি ।

ফিজিক্স ফলিত রসায়ন আর সঙ্গীত-সুরকার
সেণ্টজন পার্স, ডিলান টমার্স,-গরথিয়া লরকার
নতুন কবিতা—নবোকফ, মোরাভিয়া পাস্তের নাক·
নানা মতবাদে ভরে ওঠে কফি হাউসের মৌচাক।

বাষ্পধূমল কড়া কফি আর সিগারেট ধোঁয়া ছাড়ে
ঘড়ির কাঁটাটা সরে যায়, রাত বাড়ে
টেবিলে টেবিলে ওঠে তর্কের ঝড়,
আমি নির্বাক, আর নির্বাক পৃথিবীর ঈশ্বর।

শৈলচূড়ার প্রান্তর ছুঁয়ে ছুটেছে স্রোতস্বতী
অতি দুরন্ত—দুর্বার বেগবতী
হঠাৎ অসমতলে—
নেমে এসে ফের পিছু ফিরে চেয়ে ডাকে কাকে নানা ছলে ?

এ কফি হাউস—এ যুগের যন্ত্রণা,
এখানে বসেই কত লেন দেন, চলে কত বেচাকেনা
ভরা কাপ কফি ছলকায় প্রেমে দুটি হৃদয়ের পর
একা আমি আর শূন্য পেয়ালা ! দুজনে নিরুত্তর।

এই লোভ ভয় দ্বিধা সংশয় আর ঘৃণা উত্তাল
সাথে নিয়ে যত অপমৃত্যুকে ছুটে চলে মহাকাল।
এই শতকের বিষাক্ত দর্পণে,
প্রেতায়িত প্রতিবিম্বটি দেখি প্রতিজনে প্রতি মনে।

মৃত্যুর বীজ হাওয়ায় ছড়ানো মহামারী বোমা বিষ,
কী করে যে বেঁচে আছি তাই নিয়ে ভাবনা অহর্নিশ।
বেদনা আবিল চেতনার নির্জনে
ডুবুরির মত সুখের মুক্তা খুঁজে মরি প্রাণপণে।

কালোরাত গাঢ় নীল হয়ে আসে প্রতি মুহূর্ত পার
বল্‌গাবিহীন ছুটে চলে যত ইচ্ছার সওয়ার
দুই দিকে জলে জীবনের মোমবাতি,
শেষ হয়ে আসে কফি হাউসের ধূমায়িত মধুরাতি।

অ্যাণ্ড্রোমিডাকে

ডেক না আমারে ডেক না অ্যাণ্ডোমিডা
আমি ইকারাস উড়ে চলে যাই সুদূরের সন্ধানী,
রক্তে রক্তে কি যে আকুলতা মুক্তি উন্মাদনা
আরো যে ঊর্ধ্বে প্রলুব্ধ করে অ্যাপোলোর হাতছানি।
শৃঙ্খলে বাঁধা পাষাণ পাহাড়ে রূপসী অ্যাণ্ডোমিডা
তব কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ে সোনালী আগুন জ্বলে ;
উন্মন আমি হে অতুলনীয়া হেরি তব যৌবন
তবু কাছে যেতে ভয় পাই পাছে এ মোমের ডানা গলে।
নির্জন দ্বীপ! নারিকেল শাখে সবুজ ইসারা কাঁপে,
একটু পরেই আঁধার নামবে ইথিয়োপিয়ার 'পর
লালসামত্ত সাগর দানব দু' বাহু বাড়ায়ও যদি
হে রাজকন্যা! জেনো সে তো নয় মৃত্যুর ঈশ্বর!
অশ্রুবাষ্পে আবিল দৃষ্টি সিফিউস ক্যাসিয়োপি
ঐ বুঝি আসে সেই অভিশাপ, করে বুঝি সংহার
তীক্ষ্নদংষ্ট্রা নখরের ভয় কর না অ্যাণ্ডোমিডা
দেখ ঝলসায় পার্সিউসের মার্কারি তরোবার।
আমি যে বন্দী! উড়ে যেতে চাই পলাতক ডানা মেলে
জ্যোতিরিঙ্গিত মহাশূন্যের সীমান্ত প্রাঙ্গণে
গতিরোধ করে ক্রুদ্ধ অ্যাপোলো নির্দয় কৌতুকে
তবু প্রাণপণে পাখা ঝাপটাই নীলিমার নির্জনে।

অতল জলের উত্তাল ঢেউয়ে মৃত্যুর আহ্বান ;
মাথার উপরে শাণিত তীব্র সূর্যের শিখা জ্বলে—
মোমের পালক খর উত্তাপে গলে গলে ঝরে যায়
দিগন্ত রেখা মুছে যায় দু'টি অন্ধ চোখের জলে।
তবুও আমারে ডেক' না—আমারে ডেক না অ্যাণ্ডোমিডা
ক্লান্ত রিক্ত মৃত্যু তুহিনে আমি চির নির্বাক—
এ আচ্ছন্ন চেতনায় আর স্তিমিত এ আত্মায়,
উড়ন্ত গতি সিন্ধুপাখির স্মৃতিটুকু জেগে থাক।

দুপাশে দর্পণ

এ পাশে ও পাশে দুই পাশে দুটি
মায়াবী মুকুর তার ;
একটিতে আলো আর একটিতে
অচেনা অন্ধকার।
একটিতে তার তোমার মুখের প্রতিবিম্বটি পড়ে—
পাণ্ডুলিপির আবছা ঝাপসা হিজিবিজি লেখাগুলি
উজ্জ্বল হয়ে কখনো বা নড়েচড়ে।
কিছু আকাশের নীল আহ্লাদ
কিছু বা মাটির সবুজের স্বাদ,
ঝির ঝির হাওয়া, কিছু সোনা রোদ
সে মুকুরে খেলা করে।
কিছু আশা তার সোনালি হৃদয়ে
আর কিছু ভালবাসা,;
ঝরনার মত রূপে রঙে রসে
শত ধারা হয়ে ঝরে!

আরেক মুকুর প্রগাঢ় তমিস্রার !
সারা জীবনেও নৈঃশব্দের
সীমানা হয় না পার।
অমোঘ নিয়তি সে দর্পণের মাঝে
অকম্পিত সে নিশ্চল ছায়া
পাকে পাকে বাঁধা আছে।
যত চীৎকার করো—
যত মাথা ঠুকে মরো
সে দর্পণের কবরে শায়িত কঙ্কাল প্রহরীরা
দেবে না তোমাকে, কখনো দেবে না সাড়া।

মাঝে মাঝে তারা বিষাক্ত পরিহাসে
শব্দবিহীন নিষ্ঠুর হাসি হাসে।
লোলুপ ক্ষুধায় জিভ—লালায়িত
সে প্রেতেরা নেয় তুলি
তোমার হৃদয়—ক্ষতবিক্ষত
রক্তের ফোঁটাগুলি।
কিছু দেখাবে না, কিছু জানাবে না,
সব কেড়ে নেবে, কিছুই দেবে না—
অন্ধ বধির মৃত্যুর মত নির্মম উদাসীন,
সে মায়া মুকুরে তোমার ছায়াটি
বাঁধা রবে চিরদিন !